## বিশেষ ক্রোড়পত্র

# অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) + সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

# G

TEMP রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

يت والأحل التحديد

২১ ক্ষেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আমি মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী ভাষা শহিদ রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা শহিদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

বাণী

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অবিশ্বরণীয় ঘটনা। আমি সম্রদ্ধচিত্তে শ্বরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' এর নেতৃত্ব দেন এবং কারাবরণ করেন। শ্বরণ করি তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দন্তসহ সকল ভাষা সংগ্রামীকে, যাঁদের দুরদৃষ্টি, অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ১৯৫২ সালের ২১শে যেন্দ্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি পায় মাতৃভাষার অধিকার। ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি পায় মাতৃভাষার অধিকার। ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসন্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। আমাদের স্বাধিকার, মুন্ডিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অমর একুশের অবিনাশী চেতনাই যুগিয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস। ফেব্রুয়ারির রক্তবরা পথ বেয়েই অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে আসে বাঙালির চিরকাজ্যিক স্বাধীনতা, যাঁর নেতৃত্ব দিয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেওীয় স্রান্ডবুর রহমান।

১৯৯৯ সালে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশির প্রাথমিক উদ্যোগ এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্কৃর্ত অগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃতাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এটি জাতি হিসেবে আমাদের একটি অন্যতম গৌরবময় অর্জন। আমি আন্তর্জাতিক মাতৃতাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাতাষী জনগণ ও জাতিগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক ওভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মাতৃতাষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে এ দিবসটি উদ্যাপন একটি অনন্য উদ্যোগ।

কালের আবর্তে পৃথিবীতে অনেক ভাষাই আজ বিপন্ন। একটা ভাষার বিলুপ্তি মানে একটা সংস্কৃতির বিলোপ, জাতিসন্তার বিলোপ, সভ্যতার অপমৃত্যু। তাই মাতৃভাষা ও নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশসহ সকল জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় বিশ্ববাসীকে সোচ্চার হতে হবে। বিশ্বের বিকাশমান ও বিলুগুপ্রায় ভাষাগুলোর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য ২০০১ সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। এর মধ্যে অনেকগুলো ভাষার সুনির্দিষ্ট লিখিত রূপ নেই। এসকল ভাষার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। একই সাথে যে বাংলা ভাষার জন্য আমরা জীবন দিয়েছি তার উন্নয়নে সর্বস্তরে গুদ্ধ বাংলার প্রচলনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে আজ আমরা গ্লোবাল ভিলেজের বাসিন্দা। তাই উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হলে বর্তমান প্রজন্যকে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত বিভিন্ন ভাষার উপর প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। নিজ ভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বহুভাষিক শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্যাপন ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

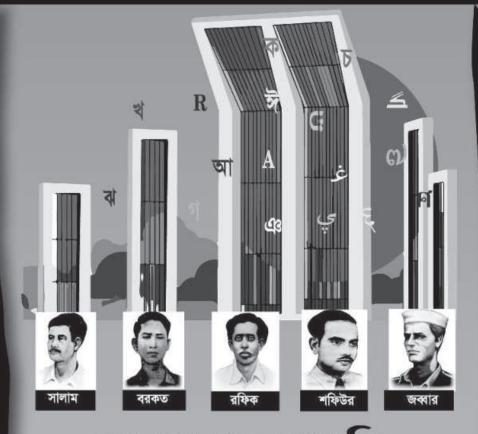
বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অমর একুশের চেতনা আজ অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস। এ চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর নানা ভাষাভাষী মানুষের সাথে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হোক, পুগুপ্রায় ভাষাগুলো আপন মহিমায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে উজ্জীবিত হোক, গড়ে উঠুক নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য বিশ্ব – মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এ কামনা করি।

জয় বাংলা। খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

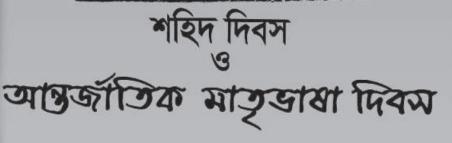
rotom dos for মোঃ আবদুল হামিদ

## ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও তারপর অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

বাঙ্কালি মুসলমানদের ভাষা বাংলা কি উর্দু হবে সে বিতর্ক ১৯১১ সাল থেকে দুশ্যমান হলেও কার্যক: পাকিস্তান সৃষ্টির কিছু আগ থেকেই তার তীব্রতা অবলোকন করা যায়। এই সময় বাংলার অভিজাত মুসলমান বিশেষত: খাজাগজা, জমিদার তালুকদারদের পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু। তাদের অনেকেই আলীগড়ে শিখ্যা লাভ করে আভিজাত্য বজায় এবং চাষাভূষাদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার অভিস্রায়ে বাঙালি মুসলমানের ভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষেই ওকালতি করে আসছিল। তার বিপরীতে সৈয়দ নওয়াব আলী, ড. মুহম্মদ শহীনউল্লাহ, মাওলানা আক্রাম খা, রেনেসা সোসাইটি এবং সন্ধিয়ন্তাই হলের সাহিত্য সম্মেদন থেকে বাংলাকে ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উচ্চারিত। ১৯৪৭ সালের ২৯ জুলাই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহম্যম উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রতাযা



২১(শ ফেব্রুয়ারি



থাকেনি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১১ দক্ষা আন্দোলন ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি ধারা অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে ১৯৭১ সালে মাটির অধিকার আন্দোলনে বাম-মধ্যমদের বিতন্তির নিরসন টেনে হাজার বছরের বিশাল অর্জন স্বাধীনতাকে ছিনিরো আনে। ভাষা আন্দোলন ও তৎপরবর্তী ইতিহাসের এই নাতিসির্ঘ বর্ণনা একটি কথাকে স্পষ্ট করে যে ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন ধাারার বিভিন্ন লক্ষা ছিল। ভাষা আন্দোলনে যে ধারাটি এটাকে একটি End itself বিসেবে বিবেচনা করেছেল, তারা বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় ক্রীকৃত্তির পর তার প্রয়োগে ও উৎকর্যের কাজে হাত দেয়। রেলেসা সোনাইটি ও অমন্দুন মজলিনকে এই নলে ফেলা হয়। তারা পাকিয়ানের কাঠামোতে পূর্ব পাকিয়ানে মুসলমানের ভাষা বাংলাকে মঙ্গের কবল থেকে উদ্ধার করে আরবি ফার্রাস উর্দু দিয়ে সমৃদ্ধ করতে চায়। এদের কাহারাছি কিছু ব্যক্তি বন্ধু বেশে ভাষা আন্দোলকে বিজ্ঞাক করার জন্য করেও এজেন্ট বাংলায় হিসেবে অবস্থান করে। তারের প্রাক্তির বাজ স ব্যক্তি বন্ধু বেশে ভাষা আন্দোলকে বিজ্ঞাক করা জন্য করেও এজেন্ট বাংলায় হিসেবে অবস্থান করে। তানের কে সায়াজাবাদ, সামগ্রনা

ও তাদের তস্য দালাল পাকিস্তানের গুরুচর হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। ভাষা আন্দোলনের আর একটি স্রোত আন্দোলনটিকে একটি Means হিসেবে গ্রহণ করে। তালের একটি উপধারা পাকিস্তানের সকল জাতিসন্তার সাবলীল বিকাশে ভাষার ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়ে একটি মানবিক পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখত। নিঃসন্দেহে গোপন কমিউনিস্ট পার্টি বা যুবলীগ পরবর্তীতে ন্যাপ ছাত্র ইউনিয়ন এবং সেকালের গণতন্ত্রী পার্টি এই উপধারায় ছিল। তারা পাকিস্তানের প্রতিটি জাতিসন্তার অস্তিতসহ তাদের স্বতন্ত্র ভাষা, সাহিত্য,সংস্কৃতি, ধর্ম ও জীবনবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। তাই তারা বাংলাকে পূর্ববাংলার এবং উর্দুকে পশ্চিম পাকিস্তানের তাষা না বলে সৰ জাতিসন্তার তাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবি জানায়।

এ দুটো শ্রোত বাদ দিলে ভাষা আন্দোলনকারী শক্তির একাংশ প্রথম থেকেই একে একটি চূড়ান্ত গন্ধবের দিয়ে যাবার প্রত্যাশী ছিল। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম আগুয়ামী লীগের একাংশের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। প্রথমদিকে সোহরাওয়ালী, আবুল মনসূর আহমদ, আবদুস সালাম থান প্রমুখের প্রচন্ধ দাগটে তারা মনের কথাটি প্রকাশ করতে পারেনি। তবে ক্রমশ্ব উপরিউজ্ উপধারটা বাস্তবতা ও তারুপোর আঘাতে দুর্বল হয়ে যায়, শেষ মুজিবের নেতৃত্ব মেনে নেয় বা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।



আমি মহান শহিদ দিবস এবং আস্কর্জাতিক মাতৃতাযা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষাঙাধী ও সংস্কৃতির মানুষের প্রতি শ্রুদার্ঘ নিরেনদ করছি। বাংলাদেশের সক্রে ইউনেস্কো ২০০০ সাল থেকেই এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার উদুযাপন করে আসংখ। দিবসটির এবারের প্রতিপাদা-'প্রযুক্তির বাবহারের মাত্যমে বছতাযায় জনার্জন: সংকট এবং সম্ভাবন'- যা জামার বিবেচনায় অত্যন্ত ব্রুক্তিতুত হয়েছে। গাঁবণ', আওয়ামী লীগ সরকার ভিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাথমে ন্যায়সন্ত ও অস্কর্তুতিদুড়াক শিক্ষানীতি বান্ধরায়নে দীর্ঘদিন ধরে কান্ত বরে আগছে।

ৰাঙালির যুক্তিসাগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের ওরতু অপরিদীম। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একটি অসম্প্রদারিক, গণতান্ধিক, জাষা-তিরিক বাইবাবছা গঠনের ভিত রচিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের এ নিনে আমানের মাতৃভাষা বালোঁর মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণোষগর্দ করেছিলেন আবুল রবকত, আবহুল জরার, আবহুল সালায়, রফিকউদ্দিন আহমে, শক্ষিউর রহোনসং আরগ্রে গুরেজের আমি বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষা-শহিদ্যদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। সেই সঙ্গে পরে প্রদার মনে কবি বাংলা ভাষার মর্যাদা রফিটার পড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আরাজ জাতির পিতা, ববপত্ন শোখ মুঞ্জির রহমানহ বাঙালি প্রতায়িনিকসের, যানের সারেজ আরত্যাগ এবং সংযোধনে বিশিষপ্রে আমালের মা, মাটি ও মানুহের মর্যাদা সম্মুরত হয়েছে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ ৰাছাসির গৌরবময় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস যুগে যুগে আমাদের জাতীয় জীবনে অনুপ্রেরণার উদ্ব হিসেবে কাজ করছে। জাতির শিতা তামা আন্দোলনের নেন্তৃত দিচে গিয়ে বার বার কারাবরণ করেছেন। ১৯৪৭ সালের ২৭ নতেন্ডর করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্ফেদনে উর্তুকে গানিজনের ব্রষ্টিভাষা করার সিদ্ধান্ত হব। ঢাকার এ বহুর শেছি। মার্টে চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটরা খাজা নাছিমুন্দিনের বাসতরের সামনে তাৎকাণিক প্রতিবাদ করে। এর কিছুদিন পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র শেখ যুজিব তার নাংগঠনিক ক্রচিজতাকে কাজে লাগিয়ে তাকার ১৯৪৮ সালের ৪ জারুরাই ঘটনা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র অন্তান্ত গুরুক্ত করে হা এর কিছুদিন পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র শেখ যুজিব তার নাংগঠনিক ক্রচিজতাকে কাজে লাগিয়ে তাকার ১৯৪৮ সালের ৪ জারুরাই ঘটনা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র অন্তান্ত গুরুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েন ২০ বেলুবাছি গুরুক্তিমের প্রথম অধিবেশনে কুমিদ্রার রীরেন্দ্রনাথ দন্ত রাংলাকে গাগার্কিয়দের লায় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে এক সংশোধনী প্রস্তাবে উত্থাপন করেন। প্রজারটি প্রত্যাহান করে খাজা নার্কিযুন্দিন আইন লাবিযুন্দিন মন্দ্রালি গুর বাংলার জনাপথকে উর্দুকে গ্রন্তিজায়া কেরে খাজা নার্কিযুন্দিন আইন লাবিযুন্দিন মন্দ্রালি ও ত্র বাংলার জনাপথকে উর্দুকে গ্রন্তিজায় বিদেবে রাজে নাজ্য নার্চিয় হে বেরে নির্জুবের নার্কিয়দের এই হারবারী সিদ্ধান্তের প্রতিবেদে হার্জনের্টি প্রত্যাহান করে খাজা নার্কিযুন্দিন আইন লান্ডিযুন্দিন মন্দ্র বিধে পে যুন্দিরেন হারে দেরে ভির্বনে গ্রন্তি প্রাধায়া নার্বিদ্যাল বেরে নার্চেরা বার্জনে বির্দ্ধান জারে দেরে হে বেরে বেরে হেরে হে বেরে হে নে বেরে হে নার্চের হন এবং ১৫ মার্চ যুক্তি পান। যুক্তি পাওয়ার পরদিন অর্থাদ ১৬ই যার্চ গের্জ বেরেন্টে সভাবে হার্যোন্ড ক্রারা বানেশিক পরিজ বে প্রেরানানি উর্বন কেরে হেব হে হে বে হার্ট হার্জন বেরে মেন্ড লায্রে ক্রার্বার বার্যালের করোলার ব্যবানো উর্দ্ধল বান্দের হের এবের গ্রহ হার্টে বের যার্ট লারের সমন্ত ব্যুর্জা ব্রারা ডাকার বেসের্টের ব্যারানোর উর্দ্ধ ক্ষের হের হেরে হেরে হেরের হৈ আরের হেরেন্দ্র আয়াজির সন্ধার্বে অন্দ্রার্চাতে বির্দ্ধবে প্রত্বারা বলে ঘোষা দিরে বের ব্যানান্দ্রারার ব্যারাজেরের ব্যারার্ডার অর্যায্রাজ সন্ধার্ব্য বন্দ্র বন্দ্রারা জন্দের ব্যার্টানের ব্যার ব্যাবার বন্দেরের ব্যেরা আয়োজির সমন্দের অন্তান্দ্রের আর্

ভাষা আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে রূপনান করতে শেখ মুজিব দেশব্যাণী সক্ষরসূচি তৈরি করে ব্যাপক প্রচারনায় অংশগ্রহণ করেন এবং সভা-সমাবেশে বক্তব্য রাথেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ১১ সেন্টেম্বর ফরিনপুর থেকে প্রেফাতার হন এবং ১৯৪৬ সালের ২১ জানুয়ারি মুজি পান। ১৯ এপ্রিল আনার প্রেফতার হয়ে ভূগাই মানে মুজি পান। এরগর তিনি ১৯৪৯ সালের ১৪ জানুয়ারি ব্যক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আনার প্রেফতার হয়ে ভূগাই মানে মুজি পান। এরগর তিনি ১৯৪৯ সালের ১৪ জানুয়ারি ব্যক্তি পান। ১৮ এপ্রিল আনার প্রেফতার হয়ে ভূগাই মানে মুজি পান। এরগর তিনি ১৯৪৯ সালের ১৫ জানুয়ারি ব্যক্তি দাননা হলে ১৯৫২ সালের ২৭ ফেরুয়ারি মুজি পান। পেশ মুর্বির ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি বেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তর্জাণ থেকেও ভাষাসৈনিক ও ছারলীগ নেতৃর্পদেরে সন্দে যোগাযোগ ছাপন করেছেন এবং আলোগনাকে বেগবান করতে নানা পারাশ দিয়েছেন। তিনি ও ফ্রেয়ারি চেবে বিরজান দুত মারকত ববর গাঠনে, ২১ ফেরুয়ারি দেশবাপী হরতাগ ভারতে হবে এবং মিছিল করে ব্যবছাপক পরিয়নে সভাস্থা মেরাও করতে হবে। ৪ ফেব্রুয়ারি ছারসের নিছিল শেষে এই যোধা জানিয়ে নেতায়া হয়। এক পর্যায়ে পার ফ্রিব ক্রারে জনান পারাম্বা লিয়াব্দ লাকে ১৬ ফ্রেয়ারি কার কর্তৃপক্ষ তাকে চাকা হেকে পরিয়নের প্রের ফ্রিব ক্রারে হার অন্তর্ণনের নিছিল পেরে ও ফ্রেয়ারি করে কর্তৃপক্ষ তাকে চাকা হেকে ফরিয়ে বেশ ছুয়িবা আমারণ অন্তন্দেন মেরাশ করেণে ১৬ ফ্রেব্রারি জা কর্তৃপক্ষ তাকে চাকা হেকে ফরিব ক্রেয়ে ছোনা গ্রন্থার জন্যন হা।

মুখ আৰু বাবে বাবে মুখনা বুখনাৰ ব্যাৱাত করা ১৯৫২ সালের ২১/শ জেন্ডার পূর্ব-বাবো ব্যাৱাত করা ছল। শেষ মুজিবের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী ঐদিন সারাদেশে সাধারণ ধর্মঘট আব্দান করা হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য মুখলীম লীণ সরকার ২০ কেরুমারি থেকে ঢাকা শহের এক মানের জন্য ১৪৪ ধারা জারি এবং সকল প্রকার সভা, সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভল করে বিহিল বের করে ববং সেবনে পুলিশ নির্বিচরে জলী সাধারে সমবের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভল করে বিহিল বের করে ববং সেবনে পুলিশ নির্বিচরে জলি জগতো করতবেলা তার্জা রাণ নিয়েক্ষে বরে যায়, অনেকে আহত হন, আনেকে প্রেফতার হন। প্রাকেশিক পরিয়েকর করেকজন সন্দা অধিবেশন কর্ক থেকে তহাকরাওটা করেন। পরদিন ২২ জেন্ডায়ি চাতার স্বতঃস্কৃতিবের বৃত্তাক পালিত হয়। নিকলগায় যে সেবকার সেনাবাহিনী তলব করে, কার্ফু জারি করে এবং আদেশিক পরিষদে বাংলা ভাষার প্রস্তার হাবে।

নাতু কেনচ কয় লগড় আলোনাক নালগান মাংশা লখান থকাৰ বাংশী কয়। ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতৃতাধীন যুক্তয়ন্ট নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে নিংস্কৃশ কিন্ধে যাত করে। আওয়ামী লীগ নলসাগণ বাংশাকে ব্রান্টপ্রায়া করার চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এবই মধ্যে ৫০ মে গাকিয়ানের গভ-চি ৯২(ক) ধারা জারি করে যুক্তমন্ট মরিগভাকে কেন্তে থাকে। এবই মধ্যে ৫০ মে গাকিয়ানের গভ-চি ৯২(ক) ধারা জারি করে যুক্তমন্ট মরিগভাকে কেন্তে থাকে। এবই মধ্যে ৫০ মে গাকিয়ানের গভ-চি ৯২(ক) ধারা জারি করে যুক্তমন্ট মরিগভাকে কেন্তে লেনে। বেষ মুজিবসহ সকল নেতৃবৃন্দ প্রেকতার হন। ১৯৫৬ সালে আগুয়ামী লীগ পুনরায় মরিগভা গঠন করে, বাগগের রাইজযোর মর্যাদ দেয়, প্রথম ২২/শ খেল্রখারি কেশ মহিদ নিবন হিলাবে ঘোষাগা জরে এবং এই দিনে সরকারি ষ্টুটি ঘোষণা করে। সেই সরকারই শহিদ নিবন হিলের হৈবো বে মেখা গেরে এবং এই দিনে সরকারি ষ্টুটি ঘোষণা করে। সেই সরকারই শহিদ নিবন হৈরে, বোলো একাডেমি থেকে মাহিতা-বিজ্ঞানের বই প্রকাশ এবং বাংশা টাইশ-রাইটার উঙ্গবনের জন্যা প্রকাডের মর্বকয় হবংল মুর্ভাগ, ১৯৫৮ সালের ৭ অপ্তেবর সামরিক শাসন ফারির ফলে সেই আকাজগেরো আর পুলং হয়েনি। মুর্ভাগ, ১৯৫৮ সালের ৭ অপ্তেবর সামরিক শাসন ফারির ফলে সেই আকাজগেরে সোর পুলে হয়েনি মহানি বাংলাকে জাতির পিগ্রা সকল পান্দ্রবির হাবে বোগো ভাষা ব্যবহারেরে নির্দেশ নে বান্তুলা দিবে মেয়াকে বান্দারে বান্দ্রতায় করোন। বাংগায় জারিসংযে ২৯৯ম সাধারণ অধিবেশনে বন্তুতা নিয় আমাদের মাতৃতাযা হাবানী বাগে সোরি করে। ২১ যেরুন্দ্রারিকে 'আন্তর্জাতিক সাঞ্জারে সদস্য মিলে মাতৃতাযা সংক্রদ কমিটি গঠন করে। ২১ যেরুন্দ্রারিকে গোর্জাতিক মাতৃতাযা দিবস উন্বাধনের জন্য জোর্টসমযে ধ্রের প্রের করে। ২১ যেরুন্দ্রারিরে পেরে যান্টের সঙ্গের বিষ্ঠচন্দ্র সাক্ষ সালের ১৭ নেন্দ্র আয়ন্দ্র সন্ধরায়ের প্রথ প্রেয় বার্টের পদ্ধ যে হেরাগে করি। ফলে ১৯৯৯ সানের ৯ অট্রারর ইউনেক্ষো মর্যা মে প্রেয়ারিকে প্রাতির সাহ যোবো করে ১৯৫৯ সেনে ৯ অট্রোর ইউনেছো আয় মের মুর্ভেয়ারিকে প্রান্দ্রায় হেরা নেরের বির্তি কে মাত্রাল করে। মেরা আয় জার্হাকি মান্দ্রের বির্দ্রের হির্টার প্রের্ঘা কি বেরের বির্দ্র হির্বান্দ মান্দ্র ১৭ নন্দের বির্দ্র ও মায় কের ২৫শ প্রেয্যারিক মার করেরি। নিন্দের হা লানা সেরে বির্বার মের মান্দার ৭ নন্দের বির্দ্রার বোর ৩০ হাজার বইর নিন্ট্রন্ডা হা গান্টের্বন্দের বির্দুক প্রবর্টন মারা ও বর্বের

আগা আন্দোনে বাহানি কৃতি সম্ভানকে চদম আজ্ঞানের মাননে বাহনি জাতীয়ভাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জাতীয়ভাবাদ প্রতিষ্ঠা থেকে কল কয়ে পূর্ব বাংলার মানুবের জন্য একটি খাখীন সার্বভৌষ বাই প্রতিষ্ঠার মহানামক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ বাছলি জাতির পিতা বেস্বক্ষু শেষ মুজিবুর নহমান-এর আনর্শকে ধারণ করে গত ১৩ বছরে দেশের আর্থনামাজিক খাতের প্রতিটি ফেরে আমনা ব্যাপক উন্নয়ন নামন করেছি। বাংলাদেশকে আবা বিস্বে উন্নয়নের রোম্মতেশ-এ পরিগত করেছি। সাম্পতি উন্নয়ন বাংলা করেছি। বাংলাদেশকে অবাধ্য বিস্বে উন্নয়নের রোম্মতেশ-এ পরিগত করেছি। সাম্পতি ভাষরা এসডিজি হোগ্রেস আধ্যোর্ড লাত করেছি। আমনা খার্মিনতার সুবর্গজয়ন্ত্রী উন্নযাপন করেছি এবং মূজিবর্ষ উন্নযাপন করেছি। রাংকার্ড নিত করেছি। আমনা খার্মিনতার সুবর্গজয়ন্ত্রী উন্নযাপন করেছি এবং মূজিবর্ষ উন্দযাপন করেছি। রাংকার্ডেন এরে আর্থনিয়ে জিতারে আর্যার্ড কর করেছি। বাংলাদেশ বাংলার বাজবায়ন কল করেছি। বাংলাদেশে কর্বীগ পরিকন্ধনা-২১০০ বাঙ্কবারেন করেছি। আমার দুট বিস্বাস, অতিরেই আমরা জাতির পিতার খগ্লের উন্নত, সন্থদ্ধ ও আত্রমর্যাদাশীল 'সোনার বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করে ।

> জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। স্বিম্প হিম্পিয়ান্দ শেখ হাসিনা

করার প্রস্তাব করলে ভাষা বিতর্ক ক্রমশ: আন্দোলনে রূপ নিতে থাকে।

১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম সভায় গভর্গর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিল্লাহ স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে বসলেন যে, এ দেশের মানুযের পরিচয় মুসলমান বা হিন্দু নয়, তাদের পরিচয় হবে 'পাকিস্তানি'। জিল্লাহর এই বজবোর কিছুনিন পর অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মানে করাচীতে পাকিস্তান এন্ডুকেশনাল কনফারেল থেকে উর্দুকে গাকিস্তানের একমার রাষ্ট্র ভাষা করার জোরালো দাবি জানানো হয়। বাংলাভাষী বা বাংলা অঞ্চলের বসবাসকারী তথ্যকথিত বিশিষ্টগণের কেউ কেউ তাতে সমর্থনত দিলেন। এটাকে ভিন্তি ধরে সাধারণ মানুযের মতামতকে তোহাজা না করে কেন্দ্রের কাজকর্মে, পোস্ট কার্ড, মানি অর্ডার করম ইত্যাদিওে উর্দুর প্রচাল হয়ে যায়। পূর্ববহু কর্মরত মোহাজের ও অভিউৎসাহী দেশীয় কর্মচারীরা বন্ধ-অব্যক্ত উর্দুতে 'বাতচিত' এবং চাযাভূয়া ও শিক্ষিত বাজলিনের প্রতি নাক স্টিকানো গুরু করে। এত দ্রুত উর্দুর দাবিকে কার্যকরী করা ও 'পাকিজনি' জাতি সৃষ্টির সাথে শিশ্চয়ই একটি যোগসুর ছিল। যোগসুত্রটি হচ্ছে জিল্লাহকে মুসলমান জাতির পিতা হিসেবে গ্রহাণে আবাসে। কারণ মুসলমান জাতির পিতা হলেন হয়রত ইব্রাহিম (আয়)। মুসলমান জাতির পিতা হিসে পারেন বা বলে চতুর জিন্নাহ আক্ষণিক প্রাকি জাধকে বাব্য সাধ্য জাতর প্রজি জাবে কার্যকরা করা বাব্যে পারি বা বাংলা বাব্য দের ব্যব্য পাকিস্তানের রান্দ্র প্রকা হবে এই জাতির বন্দ্র সাধানে লাতির পিতা হতে পারেন না বলে চতুর জিন্নাহ আফলি বাজ দিলের বার্থা পাকিস্তানের রান্ধর প্রকা হারে এই জাতিরান্তার সাধারণ ভিন্তি সুষ্টির প্রয়ানে 'উর্দু' নামক একটি ডাযাকে পাকিস্তানের সব মানুযের ভাষা বানাতে প্রয়াসী হন।



১৯৪৭ সালের নডেম্বর মাসে পাঞ্চিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে জরু করে; যার প্রতিবাদ করে নীলক্ষেতে বসবাসকারি বাংলাভাষী তৃতীয় ও চতুর্থ প্রেমির কর্মচারীগণ। কার্যতঃ সে মাসেই ঢাকা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে দাবিনামা গেশ করে। ডিসেম্বর মাস জুড়ে সভা ও সমবেশ হতে থাকে যার সাথে মাঙলানা আক্রাম খা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ একান্দ্রতা প্রকাশ করেন। এই মাসেই তমন্দুন মজলিশের উদ্যোগে প্রিপিপাল আবুল কাশেম বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাবি পেশ করেলেন। এই মাসেই তমন্দুন মজলিশের উদ্যোগে প্রিপিপাল আবুল কাশেম বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাবি পেশ করবেদ। এই মাসেই তামন্দুন মজলিশের উদ্যোগে প্রিপিপাল আবুল কাশেম বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাবি পেশ করবেদে। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে মুসলিম ছাত্রশীগের জন্ম হলে তারাও ভাষার প্রশ্নে এক ধরনের চরমপন্থী ভূমিকা রাহল বরে। ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেন্দ্রন্দ্রারি পাক্সিন্তান গণপরিষদ ধীরেন্দ্রনাথ দন্ত উত্থাপিত বাংলা ভাষাকে সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার দাবি পাকিস্তানিদের কাছে অগ্রহণযোগ্য হলে তা পূর্ববঙ্গর বিত্পয় শিখন্টা ছাড়া বলতে পেলে সর্বপ্তরে ব্যাপক আলোডনে সৃষ্টি করে।

একে কেন্দ্র করে ছাত্র পশবিক্ষোভ দানা বাঁধতে তক্ত করলে ২৯ ফেব্রুয়ারি অনেককেই শ্লেফতার করা হয়। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১১ মার্চ ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালন করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পূর্ব পর্যন্ত এই ১১ মার্চ 'ভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হতো। ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় আবারও ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভিন্নরপে ভাষার প্রশ্নটি নিয়ে আসেন।

১৯৪৮ সালে পূর্ববঙ্গ সফরে এসে মিঃ জিন্নাহ একুশে মার্চ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে 'উর্দু এবং উর্দৃই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে' বলে দড্জোক্তি করেন। ১৯৪৮ সালের ২৮ মার্চ ঢাকা ত্যাগের প্রাক্তলে মিঃ জিন্নাহ উর্দুর প্রশ্নে তার সিদ্ধান্ডে অটল থাকলেন। ২৭ শে জানুয়ারি ১৯৫২ সালের পন্টনের জনসভায় গাকিস্তানের গভর্নর জেনারেগ নাজিমুদ্দিন কর্তৃক উর্দৃই হবে গাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা পূর্ণযোষিত হলে ঢাকা শহরের বুদ্ধিলীবী, রাঙ্জনিতিক নেতা, ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষ আন্দোলনে অধিকহারে সংযুক্ত হতে থাকে। ২১ ফেব্রুয়ারিতে সরকারের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শিক্ষায়ীর ধর্ষঘটে যোগ দিলে পুলিশের গুলিতে সেদিন ও পরবর্তী দিনগুলোতে ছাত্রজনতা হত্যার প্রেক্ষাপটে আন্দোলনে রাগকতা সারাদেশে ছড়িয়ে গড়ে। তারপর আন্দোলন স্তিমিত হলেও থেমে থাকেনি যার প্রতিফাল ঘটে ১৯৫৪ সালের বুজ্রুন্টোর অন্ডতপূর্ব নির্বাচনি বিজয় দিয়ে। যুত্রফুন্ট সরকারের কালেই ২১ ফেব্রুয়ারিকে ছাটির দিন বিগে ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের শাসনতম্রে বাংলাকে অন্যতম রষ্ট্রেতায়া বিস্বে গৃহীত হয়।

১৯৪৯ সালের ১৪ আগস্ট থেকে লিয়াকত আলী ও নাজিমুদ্দিনের প্রত্যক্ষ প্ররোচণায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় বহুমাত্রায় বেড়ে যায়। ১৯৫২ সালের ২৮ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন কর্তৃক জিল্লাহর মতোই উক্তানিমূলক বক্তব্যের রেশ ধরে ৩০ জানুয়ারি আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে 'বিশ্ববিদ্যালয় রট্রি ভাষা কমিটি' গঠিত হয় যা পরবর্তীতে গোলাম মাহবুবের নেতৃত্বে 'সর্বলগীয় রাষ্ট্র ভাষা কর্মপরিষদ' নামে আবির্ভৃ হয়। সে বছর ১১ মার্চ ভাষা দিবস পালনের প্রস্তুতিকালে সরকারি সরকারি দল মুসন্দি লীগ এবং সরকার সমর্থক পত্রিকাগুলো অতিশয় বৈরী অবস্থান এইশ করে। মুখ্যমন্ত্রী নুরুলে আমিনের নেতৃত্বে আন্দোলকারীসের ভারতের দালাল, হিন্দুর চর, কমিউনিস্ট এবং পাকিছান ও মুন্দায়ন্দ্রী নুরুলে আমিনের নেতৃত্বে আন্দোলকারীসের ভারতের দালাল, হিন্দুর চর, কমিউনিস্ট এবং পাকিছান ও মুন্দামন্দ্রা লক্ষ আখ্যায়িত করে নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানে হয়। ১৯৫২ সাল থেকে গুরু পরবর্তী পর্যায়ে ভাষা আন্দোলনের শিখ্যটি যারা প্রজ্বজির রেখেছিল তারা হলো আওয়ানী লীগের মতো মধ্যমপন্থীরা বা বামপন্থীরা। ১৯৬৯ সালে এসে ভাষা আন্দোলন আর ভাষায় সীমাবদ্ধ



শোষণহীন সমাজ স্থগ্ন বান্তবায়ন অসন্ধব। তাই ৬ দফা ও ১১ দফাকে সামন্তবাল রাখলেও প্রতিটি পলকেপে তিনি এক দফার দিকে এগিয়ে যাজিলেন। ইতিহাস বলছে যে বঙ্গবন্ধু এই অগ্রযাত্রায় তার এককালের সহকর্মী এবং পরবর্তীতে ভিন্ন ক্যাস্পে অবস্থানকারীদের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় একাকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

### স্বাধীনতাই ছিল বঙ্গবন্ধুর ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা ও কর্ম-যজ্ঞ

আমাদের জাতির মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রাবস্থায় পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তবে সেই পাকিস্তান ছিল লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক গাকিস্তান যেখানে অন্তভ: পূর্বাংশে এবং পশ্চিমাংশে একটি করে স্বায়ভুশাসিত রাষ্ট্র থাকবে বলে সিদ্ধান্ত ছিল। পূর্বাংশে যাতে যুক্ত বাংলা থাকতে পারে তার চেষ্টাও কেউ কেউ করেছিলেন যদিও মিঃ জিল্লাহ ও মিঃ জওয়াহের লাল নেহেজর পরোক্ষ বিরোধিতার কারণে এই উদ্যোগ ব্যহত হয়। তবে লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক পাকিস্তানেক বাদ দিয়ে দিল্লী প্রস্তাব ভিত্তিক পূর্ব ও পশ্চিমাংশ মিলিয়ে এক কেন্দ্রিক পাকিস্তান স্বায়ত হয়। তবে লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে দিল্লী প্রস্তাব ভিত্তিক পূর্ব ও পশ্চিমাংশ মিলিয়ে এক কেন্দ্রিক পাকিস্তান সৃষ্টির কারণেই অনেকের সাথে শেখ মুজিব আশাহত হলেন। শেখ মুজিব নবসৃষ্ট পাকিস্তানে এসে ডাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিতাগে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪৭ সালে তর্তি হন।

তবে ১৯৪৮ সালে দ্বিতীয় বারের মত তার ধারদায় গভীর চিড় ধরল। বাধ্য হয়ে তিনি ভাষা আন্দোলনে শরীক হলেন এবং কারাবরণ করেন। তিনি কারাকন্ধ অবস্থায়ই আওয়ামী মুসলিম লীণোর যুগ্য-সাধারণ সম্পাদক নিয়োজিত হলেন। ১৯৫২ সালের ২১ শে কেরণ্যারিতে তিনি জেলে ছিলেন কিন্তু সে দিনটির সফলতার মূলে রাজবলি শেষ মুজিবের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ভাষা বিতর্কের মধ্যে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' জাতীয় ফ্লোগনের পাশাপাশি 'বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই', জাতীয় একটা বেধ তাকে নাড়া দিতে থাকে। সমস্রতিক তথ্যে জানা যায় যে শেখ মুজিব ১৯৫৪ সাল থেকে জামালপুরে গঠিত বাংলাদেশ মুজ্জিদের একটা বোধ তাকে নাড়া দিতে থাকে। সাম্প্রতিক তথ্যে জানা যায় যে শেখ মুজিব ১৯৫৪ সাল থেকে জামালপুরে গঠিত বাংলাদেশ মুজ্জিন্টকে বৈষয়িক, তান্ত্রিক ও মনস্তান্ত্রিক সাহায্য দিয়ে এই লক্ষো এগোজিলেন।

১৯৫৪ সালের যুক্ত ক্রন্ট নির্বাচনে, সোহরাওরাদী ও মাওলানা ভাসানির প্রিয় নেতা ছিলেন শেখ মুজিব। যুক্ত স্রুন্টের শাসনামলে তিনি মন্ত্রীভু পেয়ে অনেকটা পদ-প্রশীপের আলোতে উল্লাসিত হক্ষিলেন। মন্ত্রীতু হেড়ে এ'পর্যায়ে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত গ্রহণ করেন যার মতলবটা ছিল সুস্পষ্ট। স্মরণীয় যে ১৯৫৫ সালে মুজিব পাক্সিন্তান গণপরিষদে পূর্ব পাক্সিন্তান শব্দটির পরিবর্তে পূর্ববঙ্গ কথাটি ব্যবহারের দাবি জানান।

শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পূর্ববঙ্গের পূর্ণাঙ্গ স্বাসনের রূপরেখা স্বরূপ ৬ দফা দাবি পেশ করেন। ৬ দফা দাবি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর মাধ্যমে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন সন্ধ্রব হলেও অন্তিমে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন সার্বজীম সন্ত্রা সৃষ্টিও সন্তব। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দাবি পেশের পূর্বে শেখ মুজিব ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজ্যের মাধ্যমে ভারতের সরকার ও ইন্ধিরা গান্ধীর সাথে সংযোগের নতুন থার উন্মোচন করেন।

৬ দফাকে কৰৱ দেবাৰ মানসে আইযুৰ খান তাকে ৬ তার দলের অধিকাংশ শীর্ষ নেতাদের জেলে প্রেরণ করে এবং আওয়ামী লীগকে কার্যতঃ বিলোপ করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। তদুপরি, ১৯৬৪ সালের সশস্ত্র অভ্যুত্থান আকাক্ষি ৩৪ জনের সাথে শেখ মুজিবকে ১ নম্বর আসামি করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে রাষ্ট্রস্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়। প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনে আইয়্ব সরকার এই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং পূর্ব বাংলার জনগণ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৬৯ সালের ১১ দক্ষা আন্দোলনটি ছিল রূপান্তরিত ৬ দফা আন্দোলন। মুক্তিলাভের পর বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীনের জন্যে নিয়মতান্নিক ধারা ও সমান্তরাল সশস্ত্র ধারার কার্যক্রম অন্যাহত রাখেন। ১৯৬৯ সালের শেষভাগে চিকিৎসার নামে লন্ডনে গমন করেন। স্পষ্ট ভাষায় তিনি ইদ্ধিরাকে তার চূড়ান্ত অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করলে ইদ্ধিরা স্বাধীনতাকামীদের ভারতে প্রশিক্ষণ, অর্থায়ন, অস্ত্র সম্ভার প্রদান ও প্রচার সুবিধার প্রতিক্রতি ব্যক্ত করেন। এই পর্যায়ে চিন্ত সুতারকে যোগসূত্রের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৭০ এর নির্বাচনে শুমিধ্বস বিজয়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন এবং মার্চে ইন্ধিরা ভারতের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী প্রেস-কনফারেঙ্গে জনৈক সাংবাদিকের স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে তিনি 'Not Yet' বলে তাকে থামিয়ে দেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের ১৯৭১ এর ওরা জানয়ারির শপথ এহণ অনুষ্ঠানে ও বক্তব্যে তিনি ৬ দফার প্রতি বিশ্বাস ডঙ্গকারীদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা থোষণা করেন। তখনই বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্টের নাম বদলিয়ে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স রাখা হয়। এই ফোর্স কথাটির মধ্যে তার যুদ্ধ-প্রস্তুতির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ক্রমে বিভিন্ন নামে ও কমাঙে বিভক্ত বিভিন্ন বাহিনী একটি কেন্দ্রীয় কমাডে নিয়ে আসার কৌশল হিসেবে পুর্ণগঠিত বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সের (বিএলএফ) এর দায়িত্ব শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজ্বল আলম বান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদকে লেওয়া হয়। মার্চ মাসের কোন এক সময় ভাজার আৰু হেনাকে গোপনে চিন্ত সুতারের সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রেরণ করা হয়। সৰকিছু পাকাপাকি করে তিনি ফিরে আসেন। ভারতীয় হাই কমিশনের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে তাজউদ্দিন আহমদের নিবিড় পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া হয়। জহিরুল কাইউমের মাধামে ক্লিপুরা হয়ে আর একটি সংযোগের উদ্যোগ নেয়া হয়। ভারতীয় দূতাবাসের কর্তাব্যক্তি দিল্লীতে খব্য পৌছিয়ে আসতে আসতে ক্র্যাকডাউনের লগ্ন এসে যায়।

পাকিস্তানিদের অপারেশন সার্চলাইট গুরুর সাথে সাথেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তারপর তাঁকে বন্দি করা হলেও যুদ্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সহকর্মীদের নেতৃত্বে নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধে জয়ী হয়ে বাঙালি 'বাংলা ভাষার রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে'।

ম্পন্নতঃ দেখা যাচ্ছে ভাষা আন্দোলনের মাঝে বাড়ালির জাতীয়তাবাদী চেতনা বিক্ষেরিত হয় এবং পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ ও মৃত্যুজয়ী প্রয়াসে বাড়ালি এগিয়ে যায়। ১৯৫২ সাল থেকে টানা ১৯ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ও সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৌশলী পরিচালনায় স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অন্ত্যুদয় বটে।

নির্দ্বিধায় বলা যায় ভাষা আন্দোলনের ন্যায় একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপকার হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এর থেকে স্বাধিকার ও পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্বশাসন বোধ পরিপক্কতা অর্জন করে। এরি ধারাবাহিকতায় সকল আন্দোলনের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাতেই চলে যায়। সশস্ত্র যুদ্ধের মত চরম সিদ্ধান্তও বাঙালিকে উদ্দীপ্ত করে।

বাংলাদেশ কায়েমের পর সর্বন্ধরে বাংলাকে প্রচলন সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে গৃহীত হয় এবং ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে বাংলায় বক্তৃতা দেন। ১৯৯৯ সালে শেখ হাসিনার শাসনামলে ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃতাধা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তারই শাসনামলে আন্তর্জাতিক মাতৃতাধা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই দেখা যায়, আন্দোলন এখনও শেষ হয়নি, এখনও বাংলাকে সার্বজনীন করার দায়িত্ব রয়েছে, দায়িত্ব রয়েছে অপর ভাষাভাষিদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বাংলাকে জাতিসংঘের ভাষা হিসেবে গ্রহণীয় করা। বিশ্রেষদে দেখা যায় ভাষা আন্দোলন একটা চলমান প্রক্রিয়া, তার সূচনা চিহ্নিত করা যায়: তবে তাকে ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে নিসভৃবন্ধ করা অবিমৃগ্যকারিতার লক্ষণ। 🗖

লেখক : অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নাদ চৌধুরী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ধীর মুক্তিযোদ্ধা।

শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন বাঙ্কালি যে ধারাটির কথা বললাম তা বাস্তবতার কথাখাতে উপলব্ধি করেছিল যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তাদের নিজম্ব পরিচিতি, ভাষা, নাহিত্য, সংস্কৃতি, অসাম্প্রদায়িক মানবিক জীবনবোধ ও

> যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি। –আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০)

তোমাকে কী নামে ডাকি

মিনার মনসুর

যখন নদীরা মরে পড়ে থাকে (যেমন ছিলেন পড়ে রায়ের বাজারে কিংবা মিরপুর জন্ত্রাদখানায়) চক্রান্তের শরে বিদ্ধ- হস্তপদ বাঁধা-জিহ্বাও কর্তিত; যার বুকখানি ছিল চিরায়ত এক নদী (যখন জেনেছো তুমি) ছাতু হয়ে গেছে তাঁর বুকের পাঁজর এবং আচমকা ট্রামের তলায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ধানসিড়ি নদী কে তখন বয়ে যায়, কে তখন গেয়ে ওঠে ভাটিয়ালি গান?

মানবের গর্ভজাত আদিহীন অন্তহীন রক্তঝড়ে ভূবে যেতে যেতে যখন মাতম করে রক্ষরাক বঙ্গোপসাগর– যখন জালালাবাদ (বুকে নিয়ে শত সন্তানের শব) মাথা কুটে মরে ধ্যানমগ্ন বায়েজিদ বোস্তামির নিধুয়া পাথারে যখন তোমাকে ঘিরে–আসমুদ্র হিমাচলজুড়ে–বিচিত্র শকুন ওড়ে কে তখন– কে তখন গেয়ে ওঠে সঞ্জীবনী গান?

যখন পশ্চিমাকাশ ভেঙে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নেমে আসে পঙ্গপাল ফাঁসিকাঠে বাংলাদেশ-বটমূলে বয়ে যাচ্ছে রক্ত-অঞ্চধারা নন্দিভূঙ্গি নৃত্য করে (এবার নিশ্চিত পদ্মা-ষড়যন্ত্র-জলে যাবে ভেসে মুজিবের সোনার বাংলার নাও!) তখন- তখন আইফেল টাওয়ারে, জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ইথিওপিয়ার কোনো বিরাণ প্রান্তরে আালাওল, আবদুল হাকিমের সুবর্ণ অক্ষরে কী আশ্চর্য সন্মোহনী সুরে দামামার মতো বেজে ওঠো তুমি।

তোমাকে কী নামে ডাকি– বলো– কোথায় তোমাকে রাখি! করোটির অন্ধকারে ফুটে থাকা ঝিঁঝি পোকা, ঘাসফুল, লজ্জাবতী লতা সমস্বরে কয়, তুমি তুমি তুমিছাড়া আমি কিছুই নয়রে...

